FINAL

স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৮ (খসড়া)

যেহেতু, স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতার সুরক্ষা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয় ;

যেহেতু, দেশে নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে 'The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982' রহিতক্রমে একটি নূতন যুযোপযোগী আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**—(১) এই আইন 'স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা আইন, ২০১৮' নামে অভিহিত হইবে; এবং (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে নিম্নরূপ বুঝাইবে-

(১) **'অপরাধ'** অর্থ ধারা ২১, ২২ বা অন্য কোন ধারার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনে সহযোগিতা বা প্ররোচনা বা প্রতিপালন না করায় বা প্ররোচনায় সহযোগিতা;

(২) **'অবহেলা'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা গ্রহীতার যথাযথ সেবা প্রদান না করা যাহা তাহার পক্ষে বাস্তব অবস্থায় ও মানবিকভাবে পালন করা সম্ভব;

(৩) **'আদালত'** অর্থ ধারা ২৩(২) বর্ণিত আদালত;

(৪) **'কর্মস্থল'** অর্থ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর প্রশাসনিকভাবে নির্ধারিত অধিক্ষেত্র;

(৫) **'কোম্পানী'** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ বর্ণিত কোম্পানী।

(৬) **'চিকিৎসক'** অর্থ 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত স্বীকৃত মেডিকেল এবং ডেন্টাল চিকিৎসক;

(৭) **'চিকিৎসা সহায়তাকারী'** অর্থ নিবন্ধিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা ও আনুষংগিক বিষয়ে সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(৮) **'চেম্বার (Chamber)'** অর্থ চিকিৎসা সেবা বা ব্যবস্থাপত্র প্রদানের জন্য ব্যবহৃত স্থান;

(৯) **'তথ্য'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য;

(১০) **'দন্ড'** অর্থ এই আইনের ২৪ ধারায় বর্ণিত দন্ড;

(১১) **'নমুনা'** অর্থ রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত রি-এজেন্ট, রক্ত, মলমূত্র, থুথু, মানবদেহের অংশবিশেষ এবং চিকিৎসা সেবায় ব্যবহৃত অন্য কোন নমুনা;

(১২) **'নার্স'** অর্থ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত নার্স;

(১৩) **'নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ'** অর্থ পেশাগত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট আইনের শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(১৪) **'পেশাগত নৈতিকতা (Professional Ethics)'** অর্থ সংশ্লিষ্ট পেশার সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ দ্বারা অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি;

(১৫) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৬) **'বেসরকারি চিকিৎসা সেবা'** অর্থ সরকারি বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীর মালিকানাধীন বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবা;

(১৭) **'হাসপাতাল'** অর্থ চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম, মেডিকেল সেন্টার, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান, এ্যাম্বুলেটরী ডে-কেয়ার সেন্টার, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(১৮) **'ব্যবস্থাপত্র'** অর্থ কোন রোগীকে চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা প্রদান সম্পর্কিত পরামর্শপত্র;

(১৯) **'মিডওয়াইফ'** অর্থ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত মিডওয়াইফ;

(২০) **'মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট'** অর্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত কারিকুলামের অধীনে ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তি;

(২১) **'রোগী'** অর্থ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সেবা গ্রহীতা;

(২২) **'লাইসেন্স'** অর্থ এই আইনের ধারা-৪ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(২৩) **'লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(২৪) **'সম্পত্তি'** অর্থ কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বমূলে মালিকানাধীন বা আইনসঙ্গতভাবে দখলাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি;

(২৫) **"সংবিধিবদ্ধ সংস্থা"** অর্থ এইরূপ কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাহা সুনির্দিষ্ট আইন বা চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে পরিচালিত হয়;

(২৬) **'স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতা'** অর্থ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তি;

(২৭) **'স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি'** অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত স্বীকৃত মেডিকেল এবং ডেন্টাল চিকিৎসক, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট, নার্স, মিডওয়াইফ, প্রশিক্ষণরত মেডিকেল নার্স ছাত্র-ছাত্রী, চিকিৎসা সহায়তাকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি;

(২৮) **'ক্ষতি'** অর্থ রোগীর শারীরিক, মানসিক বা কর্ম ক্ষমতা বা আর্থিক ক্ষতি।

৩। **আইনের প্রাধান্য**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপন**—(১) সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স (Licence) গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপন করা যাইবে;

(২) বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, উহার শ্রেণী ও মান নির্ধারণ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে ইত:পূর্বে স্থাপিত সকল বেসরকারি হাসপাতালকে এই আইনের অধীনে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(৪) উপধারা ৪(৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম অনতিবিলম্বে বন্ধ করিবার নিদের্শ প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা কোম্পানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত কারণে ২০ (বিশ) দিন অতিরিক্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্স প্রদান ও ফি নির্ধারণ**—(১) সরকার বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করিবে;

(২) সরকার, সময়ে সময়ে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন ফিস নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(৩) লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন সংক্রান্ত শর্তাবলী এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৬। **পরিদর্শন, প্রবেশ, তল্লাশি ও জব্দ করার ক্ষমতা**—(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা বা কমিটি কোন হাসপাতালে যেকোন সময়ে প্রবেশ, পরিদর্শন, রেজিস্টার ও চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বা নমুনা বা কাগজপত্র পরীক্ষা এবং উহার উদ্ধৃতাংশ জব্দ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্টার বা কাগজপত্রের উদ্ধৃতাংশ কোন রোগীর রোগ সংক্রান্ত হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগী বা তাহার আইনসংগত অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিত উহা সংগ্রহ করা বা জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিদর্শনে এই আইনের বিধান লংঘিত হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণের বা প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উহা পালনে বাধ্য থাকিবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বা মানসম্মত না হইলে এবং এই আইন, বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নির্দেশ বা লাইসেন্সের শর্তাবলী ভঙ্গের প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় যে, উক্ত বেসরকারি হাসপাতালকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা সমীচীন নহে, তৎক্ষেত্রে জনস্বার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিতপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

৭। **লাইসেন্স (Licence) বাতিল**—(১) কোন বেসরকারি হাসপাতাল এই আইন, বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নির্দেশ বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল হইবে;

(২) উপধারা ৭(১) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে লাইসেন্স গ্রহণকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের সময় প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আরও ১৫ (পনের) দিন সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা ৭(১) অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল হইলে উক্ত সময়ে চিকিৎসাধীন রোগীকে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল পরিচালনা কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা সুবিধা সম্বলিত অন্য কোন হাসপাতালে নিজ দায়িত্বে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **আপীল ও পুনর্বিবেচনা**—(১) ধারা ৬ এবং ৭ অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে;

(২) সরকার আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করিবে;

(৩) উপধারা ৮(২) এ প্রদত্ত আপীল আদেশের বিষয়ে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাইবে; এবং

(৪) আপীল বা পুনর্বিবেচনার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে.

৯। **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ও যথার্থতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন**—সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ও প্রদত্ত সেবার যথার্থতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১০। **বেসরকারি হাসপাতালে সেবা প্রদানের শর্ত**—(১) সরকারি বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় চাকুরিরত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি—

(১) নির্ধারিত অফিস সময়ে বা পালাক্রমিক দাপ্তরিক দায়িত্ব (Roster Duty) পালনের সময়ে কোন বেসরকারি হাসপাতালে বা ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিতে পারিবেন না;

(২) উপধারা ১০(১) এ বর্ণিত সময় ব্যতিত ও ছুটির দিনে স্ব-স্ব কর্মস্থলের জেলার বাহিরে বেসরকারি হাসপাতালে বা ব্যক্তিগত চেম্বারে ফিস গ্রহণপূর্বক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে যেকোন সময় উক্ত অনুমতি স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে অফিস সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিবে না।

১১। **চিকিৎসা সেবা চার্জ বা মূল্য বা ফি নির্ধারণ**—(১) সরকার, সময়ে সময়ে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা এবং রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য বা ফি পৃথকভাবে নির্ধারণ করিবে;

(২) চিকিৎসকের ফি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়যোগ্য চার্জ বা মূল্য বা ফি'র তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা চেম্বারের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(৩) চিকিৎসা সেবা বাবদ আদায়কৃত চার্জ বা মূল্য বা ফি'র রশিদ সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা বা তাহার অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদানপূর্বক উক্ত রশিদের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২। **ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদান**—(১) ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের জন্য ন্যূনতম বসার স্থান থাকিতে হইবে;

(২) রোগী পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকিতে হইবে; যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত বা অনুমোদিত ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী ব্যতিত অন্য কোন যোগ্যতার বিবরণ সাইনবোর্ড বা নামফলক বা ভিজিটিং কার্ডে উল্লেখ করা যাইবে না;

(৪) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ব্যবস্থাপত্র ও ভিজিটিং কার্ডে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(৫) সেবা গ্রহীতার রোগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে জেন্ডার বিবেচনায় একজন সহায়তাকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে জরুরী চিকিৎসার ক্ষেত্রে যৌক্তিক পরিস্থিতিতে এই আবশ্যিকতা শিথিলযোগ্য হইবে;

(৬) উপধারা ১১(১) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জ বা মূল্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় পক্ষের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ বা প্রদান করা যাইবে না; এবং

(৭) ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৩। **রোগী বা রোগীর অনুসংগীকে (Attendant) চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও তথ্য প্রদান**— রোগী বা রোগীর অনুসংগীকে প্রয়োজনীয় ও বিকল্প চিকিৎসা, চিকিৎসাকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, চিকিৎসা পদ্ধতি, অস্ত্রোপচারের জটিলতা, চিকিৎসা প্রদানের সম্ভাব্য সময় ও চিকিৎসা সম্পর্কিত খাতওয়ারী ব্যয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি অবহিত করিবেন।

১৪। **জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান**—(১) লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রত্যেক হাসপাতালে ন্যূনতম জরুরী সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধা সম্বলিত জরুরী বিভাগ থাকিতে হইবে।

(২) উপধারা ১৪(১) এ বর্ণিত জরুরী সেবাসমূহ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৫। **মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান**—(১) বেসরকারি হাসপাতালসমূহ মুক্তিযোদ্ধা রোগীর সম্মানার্থে বিনামূল্যে শতকরা ২ ভাগ শয্যা এবং দরিদ্র রোগীদের জন্য শতকরা ৩ ভাগ শয্যা সংরক্ষণ করিবে;

(২) বেসরকারি হাসপাতালসমূহ মুক্তিযোদ্ধা এবং দরিদ্র রোগীদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করিবে; এবং

(৩) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে উপধারা ১৫(২) এর বিধান কার্যকর হইবে।

১৬। **রেজিষ্টার সংরক্ষণ**—(১) প্রত্যেক হাসপাতাল বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগীর সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে;

(২) এই আইনের ধারা ১৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত সেবার বিবরণ সম্বলিত পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(৩) সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ গোপনীয় দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ তথ্য চাহিদা অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত আদালতকে সরবরাহ করিতে হইবে; এবং

(৪) উপ-ধারা ১৬(৩) এর বিধান সত্ত্বেও প্রত্যেক হাসপাতাল, সংরক্ষিত রেজিস্টারের তথ্যের ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত স্বাস্থ্য তথ্য ও উপাত্ত (Routine Health Information & Data) প্রদান করিবে।

১৭। **স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্ব**—স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক রোগীর প্রতি পালনীয় পেশাগত নৈতিকতা (**Professional Ethics**) ও দায়িত্ব এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৮। **আইন শৃংখলা রক্ষায় তথ্য প্রদান**—(১) সন্দেহজনক মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিষ প্রয়োগ, বেআইনী গর্ভপাত, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, লাঞ্ছিত বা প্রহৃত হওয়ায় ক্ষতি, অন্যের দ্বারা যেকোনও ধরণের আঘাতজনিত ক্ষতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন হাসপাতালে আগত রোগী পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট উক্ত ঘটনা বা ক্ষতি কোনরূপ অপরাধ হইতে উদ্ভূত

প্রতীয়মান হইলে উক্ত হাসপাতাল যে থানার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত উহার অফিসার-ইন-চার্জ-কে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা হাসপাতাল কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে উপধারা ১৮(১) এর বিধান কার্যকর হইবে।

১৯। **বিদেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি কর্তৃক সেবা প্রদান**—(১) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে অন্য কোন আইনে ব্যত্যয় না ঘটিয়ে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন হাসপাতালে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিদেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে; এবং

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ আইন প্রযোজ্য হইবে।

২০। **বিদেশী অর্থায়নে হাসপাতাল স্থাপনের অনুমতি প্রদান**—(১) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন ও বিধি বিধান প্রতিপালন করতঃ বিদেশী অর্থায়নে সম্পূর্ণ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হাসপাতাল স্থাপন করা যাইবে; এবং

(২) উপধারা ২০(১) এর কার্যকারিতা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২১। **অপরাধ**—(১) নির্ধারিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা হাসপাতাল কর্তৃক অবহেলা প্রদর্শন অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে;

(২) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, দায়িত্ব পালনে বাধাদান, আঘাত করাসহ যেকোন ধরণের অনিষ্ট সাধন বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন, বিনষ্ট, ধ্বংস বা উক্তরূপ সম্পত্তি নিজ দখলে গ্রহণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে; এবং

(৩) আদালতের নির্দেশনা ব্যতিত কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

২২। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**—(১) কোন কোম্পানীর মালিকানাধীন বা অনুরূপ সংস্থার অধীন বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হাসপাতাল কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলী লঙ্ঘিত হইলে উহার প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রত্যেক পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমান করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; এবং

(২) কোন হাসপাতাল কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ দন্ডযোগ্য হইবে।

২৩। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, আমলযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা**—(১) এই আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম প্রচলিত আইনের আওতায় পরিচালিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত (Treatment Related) অভিযোগ আদালতে আনীত হইলে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্য একজন চিকিৎসকসহ ন্যূনতম তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষে কোন অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

(২) এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ যে স্থানে সংঘটিত হইবে উক্ত স্থানের ফৌজদারী এখতিয়ার সম্পন্ন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) উপধারা ২১(১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষযোগ্য হইবে এবং উপধারা ২১(২) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য ও আপোষযোগ্য হইবে।

২৪। **দন্ড**—(১) ধারা ৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ৩(তিন) বছর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে;

(২) ধারা ২১(২) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ৩(তিন) বছর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৩) ধারা ৫ লঙ্ঘন করিলে, উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী অনধিক ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা ১(এক) বছর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) আইনের ধারা-১০ (১) লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৫) ধারা ১০ (২) লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে; অনাদায়ে ৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৬) আইনের ধারা ১৪ লঙ্ঘন করিলে, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড প্রযোজ্য হইবে; অনাদায়ে ৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৭) আইনের ধারা ১২ (১) লঙ্ঘন করিলে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৮) আইনের ধারা ১২(৬) লঙ্ঘন করিলে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে; অনাদায়ে ১(এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(৯) আইনের ধারা ১১ লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড প্রযোজ্য হইবে; অনাদায়ে ১৫(পনের) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে; এবং

(১০) আইনের অন্য কোন ধারার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনে সহযোগিতা বা প্ররোচনা বা প্ররোচনায় সহযোগিতা আইনে প্রতিপালনযোগ্য বিষয়াদি প্রতিপালন না করা বা প্রতিপালন না করায় সহযোগিতা বা প্রতিপালনে বাধা দান করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে; অনাদায়ে ১(এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

২৫। **ক্ষতিপূরণ আদায়**—(১) আদালত আইনে বর্ণিত দন্ডের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে; এবং

(২) উক্ত ক্ষতিপূরণ আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ না করিলে "সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩" অনুযায়ী তাহা আদায়যোগ্য হইবে।

২৬। **দায়মুক্তি**—এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত বা গৃহীত বা বাস্তবায়িত কর্মকান্ড অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে না।

২৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৮। **রহিতকরণ ও সংরক্ষণ**—(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982' এতদ্দারা রহিত হইবে;

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত সকল কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Act এর অধীন সূচীত কোনো কার্যক্রম এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

২৯। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ—(১)** এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে; এবং

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।